নিউজলেটার Newsletter

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
Bangladesh Urban Forum

সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর
Making Cities & Towns Work for All

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ■ সংখ্যা ৩ ■ বর্ষ ৪, অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০১৫ ■ কার্তিক-পৌষ ১৪২২

ফোরাম সচিবালয় থেকে

বিজয়ের মাসে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সকল শুভানুধ্যায়ীদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা । বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ১ম সম্মেলন এর পর ৪ বছর পার হয়েছে কিন্তু, অনিবার্য কারনে ২য় সম্মেলন এখনো আয়োজন করা সম্ভবপর হয় নি। এরই মধ্যে, আগামী বছর জানুয়ারি থেকে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য' নিয়ে বিশ্বের সব দেশ কাংখিত লক্ষ্য পূরণে কাজ শুরু করবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য'র ন্যায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রেও অনবদ্য উদাহরণ সৃষ্টি করবে বলে আমরা আশাবাদি। সেই সাথে, একই লক্ষ্য নিয়ে করণীয় নির্ধারণে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সম্প্রতি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রিহ্যাব এর সাথে যৌথভাবে 'নগর দরিদ্রদের আবাসন' নিয়ে একটি পলিসি সেমিনার আয়োজন করে। বিষয় ভিত্তিক নগরায়ণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে এমন আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

জাতিসংঘ প্রণীত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য'র মধ্যে 'টেকসই শহর ও জনগণ' তথা এসডিজি গোল ১১ নিয়ে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করবে। এ বিষয়ে ফোরামের সকল স্টেকহোল্ডার, ক্লাস্টার সদস্য সংগঠনসমূহকে মতামত পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছে। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম বিশ্বাস করে সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুষ্ঠু নগরায়ণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশে 'সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর' গঠন করা যাবে যা প্রকারান্তরে জাতিসংঘ প্রণীত ১৭ টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য'র ১১তম টেকসই শহর ও জনগণ' এর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা !

সূ চী প ত্র ১। ফোরাম সচিবালয় থেকে/দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ণ তহবিল প্রকল্প/নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন সরকার বহুতল ভবনে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি পদ্ধতি গ্রহণের উদ্যোগ নেবে ২। জলবায়ু সম্মেলনকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী সমাবেশ ৩। ১৩টি পরিবেশবাদী সংগঠনের অভিমত ঢাকা শহরের যানজটের অন্যতম কারন প্রাইভেট কার/নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন সমস্যা সমাধানে গোপালগঞ্জ পৌরসভা এবং ইউএনডিপি'র অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত/বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (ম্যাব) এর উদ্যোগে বিশ্ব নগর দিবস পালিত ৪। অপরিকল্পিত নগরী মানুষকে স্বার্থপর করে তুলছে ৫। গণমানুষের দুর্ভোগ লাঘবে আগামী বছরের মধ্যে নগরে অত্যাধুনিক ১০০ টি গণশৌচাগার নির্মাণ করবে ডিএনসিসি/জাতিসংঘ প্রণীত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যর ১১তম লক্ষ্য: টেকসই শহর ও জনগণ/সড়কে ময়লা না রাখার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মান করছে ৬। ডিএসসিসি প্রদত্ত জমিতে কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের 'আমরাও মানুষ' পথবাসী সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন/নারায়নগঞ্জ শহরকে হাঁটাবান্ধব করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান/হাইলাইটস ৭। ২০১৫ পরবর্তী জাতিসংঘের উন্নয়ন পরিকল্পনা টেকসই উন্নয়নে নগর অধিবাসীদের স্বাস্থ্যঃ সুযোগ ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক আলোচনা সভা/অভিনন্দন/প্রকাশনা অনুষ্ঠান/২০২০ সালের মধ্যে কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ করা হবে: একনেক সভায় অনুমোদন/চট্টগ্রাম মহানগরে নগর পরিসংখ্যান শীর্ষক জরিপ কার্যক্রমের উদ্বোধন ৮। ছবির সংবাদ/পলিথিন নিয়ন্ত্রণে আইন কার্যকর করার আহবান/ফোরাম সংবাদ/জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশিঝুঁকিতে শিশুরা :ইউনিসেফ/দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ৩য় বাংলাদেশ

নিউজলেটারটি অনলাইনে পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ণ তহবিল প্রকল্প

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ণ তহবিল প্রকল্প নিয়েছে। এর ফলে সুবিধা বঞ্চিত মানুষেরা স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে বাড়ি বানানোর জন্য ঋণ পাবেন। 'সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা দূরীকরণে গৃহায়ণ তহবিল' শিরোনামে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং এ একডেমিতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ প্রধান অতিথি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব এম আসলাম আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, সমাজের দরিদ্র অসহায় মানুষগুলো সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেলে ঋণখেলাপি হয় না। তারা ঋণ পরিশোধে সব সময় আন্তরিক থাকে। কর্মশালার শুরুতে গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণে এনজিওগুলোর সুবিধা, সুবিধা ও পরামর্শ নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা হয়। (পরবর্তী অংশ দেখুন পৃষ্ঠা ২ কলাম ২)

আরবান ফোরাম আয়োজিত 'নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন' শীর্ষক পলিসি সেমিনারে গণপূর্ত মন্ত্রী:

সরকার বহুতল ভবনে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি পদ্ধতি গ্রহণের উদ্যোগ নেবে

'নগর দরিদ্রদের আবাসন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক পলিসি সেমিনারে মাননীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি বলেছেন নগর দরিদ্রদের পুর্নবাসনে সরকার বদ্ধ পরিকর; বহুতল ভবনে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি পদ্ধতিতে তাদের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা হবে। দৈনিক ভিত্তিতে ২০ বছর মেয়াদে পরিশোধযোগ্য পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা প্রচলন করার জন্য সরকার বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আয়োজিত পলিসি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সরকারের এ পরিকল্পনার কথা জানান মাননীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী। বিশেষ অতিথি হিসেবে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি এবং ইউএনডিপি কান্ট্রি ডিরেক্টর পলিন ট্যামেসিস উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন আবদুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। গত ২৮ অক্টোবর ব্র্যাক সেন্টারে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের ২য় পর্বে নগর দরিদ্রের জন্য বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে উপস্থাপনা এবং নীতি-নির্ধারণী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি বলেন, দরিদ্রদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে টেকসই কোন শহর বা নগর গড়া সম্ভব নয়। সরকার এ বিষয়ে সচেতন। নগর দরিদ্রদের আবাসন নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হিসেবে শহরমুখী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অভিগমন রোধ করার জন্য 'পল্লী জনপদ' নামে কেবিনেটে একটি পাইলট প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে; যার মাধ্যমে গ্রামেই দরিদ্রদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা হবে।

ইউএনডিপি কান্ট্রি ডিরেক্টর পলিন ট্যামেসিস, 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ' বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন সমস্যার সমাধান এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্থ-সংস্থান এর সহজলভ্যতাও নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করার জন্য আহবান জানান। নগর দরিদ্রদের জন্য ল্যান্ড টেনিওর বা ভূমির মালিকানা নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহবান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন আবদুল্লাহ বলেন, নগর দরিদ্র আবাসনে সরকার খুবই আন্তরিক। তবে, সরকারের সামর্থ্য অসীম নয়, বেসরকারী খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। সবাই মিলে আন্তরিক হলেই নগর দরিদ্রদের বাসস্থানের সমস্যা সমাধান হবে। তবে সরকার একা এটা করতে পারবে না, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সবাইকে সচেতনও হতে হবে। বস্তি পুর্নবাসনে অবশ্যই জীবিকার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। (পরবর্তী অংশ দেখুন: পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন *(প্রথম পৃষ্ঠার পর)*

পলিসি সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে মোহাম্মদ আবু সাদেক (পরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সিটিটিউট), রুখসানা পারভীন (সভানেত্রী, সিরাজগঞ্জ কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড) এবং অধ্যাপক নুরুল ইসলাম নাজেম (মহাসচিব, নগর গবেষণা কেন্দ্র) নগর দরিদ্রদের

আবাসন সমস্যা সমাধানে গৃহীত বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী পদক্ষেপ এর উপর কেস স্টাডিজ উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনার উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে স্থপতি ইকবাল হাবিব বলেন, 'নগর দরিদ্র'র সংজ্ঞায় এখনো একমত হওয়া যায় নি। ল্যান্ড টেনিউর বা ভূমির মালিকানায় নগর দরিদ্রদের কোন স্থান দেয়া হয় নি। নগরে রেন্ট কন্ট্রোল পদ্ধতি প্রচলন করা প্রয়োজন। নগর দরিদ্রদের আবাসন প্রদানে স্থানিক পূনর্বাসনের বিষয় গুরুত্ব নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এ পর্বের চেয়ার হামিদা হোসেন বলেন, সরকার এবং সরকারের বাইরে নগর দরিদ্রদের আবাসনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এগুলোর ব্যাপকভিত্তিক প্রচার এবং সফল মডেলগুলোর আদলে আরো প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত ।

সেমিনারের তৃতীয় পর্ব, পলিসি প্লেনারী-তে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এর সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াত আইভী এবং রাজউক চেয়ারম্যান জি এম জয়নাল আবেদিন ভূইয়া অংশগ্রহণ করেন। মেয়র সেলিনা হায়াত আইভী বলেন, নগর দরিদ্রদের আবাসনে সমস্যার কথা সবাই জানি - কিন্তু, সমাধান করছি না। স্থানীয় সরকার এর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে নগরবাসীদের সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সিটি কর্পোরেশনের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা রয়েছে। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে গেলে অবশ্যই স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে। জমির সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, স্থানিক পুনর্বাসন করতে হবে। প্রয়োজনে অন্যত্র পুনর্বাসন করা যেতে পারে। আমি ৬ একর জায়গায় নগর দরিদ্র জন্য আবাসন করতে চাই। এ ব্যাপারে সবার সহযোগিতা চাই, পিপিপি'র মাধ্যমেও এটা করা যেতে পারে। এরকম কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় সরকারে পরিকল্পনা শাখা এবং পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ দিতে হবে ।

জি এম জয়নাল আবেদিন ভূইয়া বলেন, সরকার নগর দরিদ্রদের আবাসনের জন্য গৃহীত/প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পে নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসনের কোটা রাখা হচ্ছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই সমস্যা সমাধান করতে পারব।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, নগরায়ন একটি বিশাল বিষয় এবং অবধারিতভাবেই আবাসন নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করলে চলবে না। এ সমস্যা সমাধানে জীবিকার সাথে আবাসনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। উপযুক্ত 'কানেকটিভিটি' নিশ্চিত করার মাধ্যমেও এ সমস্যার সমাধান করা যায়; উন্নত বিশ্ব সফলভাবে সেটা করেছে। সরকারের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বৈরিতা, তথ্যের ঘাটতি এবং এক ধরণের তাগাদার অভাব রয়েছে। এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থানীয় সরকারের আরো ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে করা যেতে পারে এবং সেটা নিশ্চিত করা গেলেই নগর দরিদ্র আবাসন নিশ্চিত করা যাবে। তিনি জমির পাশাপাশি ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এবং প্রযুক্তির সুফল গ্রহন করার উপর জোর দেন। তার মতে, একমাত্র 'অর্ন্তভূক্তিমূলক উন্নয়ন' ধারণা গ্রহণ করার মাধ্যমেই নগর দরিদ্র আবাসন গ্রহণ করা যেতে পারে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নগর দরিদ্রদের অপরিসীম গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নগর দরিদ্রদের সুষ্ঠু আবাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই শহর ও নগর নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে সভায় আলোচকগণ মত দেন। সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালাসমূহের অর্ন্তভূক্তি ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞ, বেসরকারী এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশের বিভিন্ন এলাকার ১০০টি এনজিওর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ৪০ জন উপকারভোগী এ কর্মশালায় অংশ নেন। এনজিওর প্রধান নির্বাহীরা সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা দূরীকরণে গৃহায়ন তহবিলের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও দ্রুত ছাড় করার আহবান জানান। গভর্নর বলেন, গৃহায়ন তহবিলের ঋণের আদায় হার প্রায় ৯৩ শতাংশ। বাংলাদেশের আর্থিক খাতের সার্বিক ঋণ ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় এমনকি ক্ষুদ্র ঋণের আদায়ের তুলনায় জামানতবিহীন ঋণের আদায় পরিস্থিতি অবশ্যই সন্তোষজনক। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সমাজের দরিদ্র অসহায় মানুষগুলো সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেলে ঋণ খেলাপি হয় না। তারা ঋণ পরিশোধে সব সময় আন্তরিক থাকে। ড. আতিউর বলেন, গৃহায়ন তহবিল প্রতিষ্ঠার পর সতেরটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে সরকারের কাছ থেকে গৃহায়ন তহবিল ১৬০ কোটি ৫০ লাখ টাকা পেয়েছে, যা সফল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৩৪৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ তহবিলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬৩ হাজারের বেশি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে ৩ লাখ ১৬ হাজার মানুষের আশ্রয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১১ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রদান করা হয়েছে।

গভর্নর বলেন, বর্তমানে গৃহায়ন তহবিলের ঋণ কার্যক্রম শুধু দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণেই সীমিত নেই। বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল বা ডরমিটরী নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে তা অর্জনেও আমরা সক্ষম হবো বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গৃহায়ন তহবিলও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন নিয়ে এগিয়ে যাবে।

জলবায়ু সম্মেলনকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী সমাবেশ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক একটি চুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার মানুষ সমাবেশ করে যাতে অংশ নেয় প্রায় ১৮০ টি দেশ। প্যারিসে অনুষ্ঠেয় জলবায়ু সম্মেলনকে ঘিরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুই হাজারেরও বেশি কর্মসূচির আয়োজন হয়েছে। জলবায়ুর বিরাট পরিবর্তন এবং এর বিরূপ প্রভাবের পটভূমিতে এই সম্মেলনকে পুরোমানব সভ্যতারই ভাবষ্যত নির্ধারণী হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে । বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিসহ দেশটির বিভিন্ন জায়গায় মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্যারিসের সমাজকর্মীরাও শহর ঘিরে 'মানববন্ধন' তৈরির পরিকল্পনা করছে । জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঠেকাতেন বায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে যেন সবদেশ একটা চুক্তিতে সম্মত হয় এই দাবি জানাচ্ছে বিক্ষোভকারীরা। বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে সেটাকে একটা নির্দিষ্ট লেভেলে আনতে বিশ্বনেতারা যেন এক সাথে কাজ করেন সেই দাবিও জানাচ্ছে তারা। তারা বলছে, কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে যেন বিশ্বনেতারা দৃষ্টি দেয়।

জলবায়ু সম্মেলন (কপ - ২১) এর শেষ দিনে বিশ্বনেতারা একটি চুক্তিতে উপনীত হন । ১৯৬ টি দেশের অনুমোদনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত প্যারিস চুক্তি হলো প্রথম সর্বজনীন জলবায়ু চুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে সীমিত ও নিরসনকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী, রবার্ট ওয়াটকিন্স এর এ বিষয়ে 'একটি ঐতিহাসিক চুক্তি' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি পড়তে ভিজিট করুন এই লিংকে -
https://plus.google.com/+BangladeshUrbanForumSecretariat-BUF/posts/MFmF2YdbJ69

১৩টি পরিবেশবাদী সংগঠনের অভিমত

ঢাকা শহরের যানজটের অন্যতম কারন প্রাইভেট কার

রাজধানীর ৫ শতাংশ বাসিন্দা চলে প্রাইভেট কারে এ জন্য সড়কের ৭০ ভাগ জায়গা দখল করে রাখে। এরপরও ঢাকা শহরে প্রতিদিন শতাধিক নতুন কারের নিবন্ধন দেওয়া হচ্ছে। এই তথ্য উল্লেখ করে ১৩টি পরিবেশবাদী সংগঠন থেকে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, ঢাকা শহরের যানজটের অন্যতম কারণ প্রাইভেট কার। তাই যানজট নিরসনে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক নীতিমালা করতে হবে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কয়েকটি সংগঠনের কর্মসূচি থেকে এসব দাবি জানানো হয়। বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কারের পার্কিং সুবিধা, ঋণ সুবিধাসহ নানা সুবিধা রয়েছে। কর্মসূচিতে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন বাস, রেল, নৌপথ, হাঁটাও রিকশাসহ এসব মাধ্যমে ৯৫ শতাংশ মানুষ চলাচল করলেও এজন্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়নি। সে কারণে অনেকেই বাধ্য হয়ে প্রাইভেট কার কিনছেন। হাঁটা, সাইকেল, রিকশার সঙ্গে সমন্বয় করে উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাইভেট কারের পার্কিং ফি বৃদ্ধি, যানজট মাশুল আরোপ, আমদানি কর বাড়ানো, কিছু গলি রাস্তায় নিষিদ্ধ করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, বিসিএইচআরডি, পরিবর্তন চাই, গ্রীনমাইন্ড সোসাইটি, আইনের পাঠশালা, পরিবেশ উন্নয়ন সোসাইটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বারসিক, প্রত্যাশা ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট-এর যৌথ আয়োজনে 'যানজট হ্রাসে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা চাই' শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচিটি পালিত হয়। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের সভাপতি হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্কের (বেন) অস্ট্রেলিয়ার চ্যাপ্টারের সমন্বয়কারী কামরুল আহসান খান, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মারুফ হোসেন।

জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষ্যে গত ২৮ নভেম্বর ঢাকায় বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করে।

বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (ম্যাব) এর উদ্যোগে বিশ্ব নগর দিবস পালিত

প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, ২০১৪ সাল নাগাদ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫৪% মানুষ শহরে বসবাস করছে এবং ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিবছর ১.৮৪% মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ধাবিত হবে। কিন্তু অপরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনার কারনে নগর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এবং নগরবাসী নিম্নমানের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। জাতিসংঘের ঘোষনা অনুযায়ী বাংলাদেশে ও ২য় বারের মত ৫ নভেম্বর বৃহঃবার সকাল ১০ টায় সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (ম্যাব) এর উদ্যোগে বিশ্ব নগর দিবস পালিত হয়। সারাদেশ থেকে আসা পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, নারী কাউন্সিলর, পৌর প্রকৌশলী, পৌর সচিব, নাগরিক সমাজ, নগর বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত আলোচনা সভায় বিশ্ব নগর দিবস উপলক্ষে ম্যাব এর পক্ষ থেকে জাতীয় নগর উন্নয়ন নীতিমালা স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন স্থানীয় সরকার বাজেট এ প্রচলনের জন্য সুপারিশ উত্থাপিত হয়। ম্যাব মহাসচিব মেয়র শামিম আল রাজি'র সঞ্চালনায় ও সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল বাতেন এর সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স এর সভাপতি ড. গোলাম রহমান, নগর বিশেষজ্ঞ ড. সারোয়ার জাহান, ম্যাব উপদেষ্টা এ্যাড. আজমত উল্লাহ খান, বিএমডিএফ এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এম নুরুল হুদা, ইউএন-হ্যাবিটেট প্রধান মোঃ আখতারুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোর্য়াদার, নিলফামারী পৌরসভার মেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদ, রাঙ্গামাটি পৌরসভার মেয়র সাইফুল ইসলাম, কাকনহাট পৌরসভার মেয়র মোঃ আব্দুল মজিদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাবেরা সুলতানা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্বাস আলী সরদার, এডাব এর সমন্বয়কারী কাওছার আলম কনকসহ ৩৮ জন মেয়র ১৫ জন কাউন্সিলর ১২ জন পৌর সচিব ৭ জন পৌর প্রকৌশলী সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দসহ, গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ।

নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন সমস্যা সমাধানে গোপালগঞ্জ পৌরসভা এবং ইউএনডিপি'র অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন সমস্যা এমন একটি বিষয় যার সমাধানে বাংলাদেশে অনুকরণীয় কোন দৃষ্টান্ত সহজে খুজে পাওয়া দুষ্কর। গোপালগঞ্জ পৌরসভা এলাকা থেকে উচ্ছেদ হওয়া নগর দরিদ্রদের পুর্নবাসনের একটি অনবদ্য মডেল সিটিস্কোপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন নিচের লিংকে :
http://citiscope.org/story/2015/after-painful-eviction-bangladesh-slum-dwellers-start-over-99-year-lease

অপরিকল্পিত নগরী মানুষকে স্বার্থপর করে তুলছে

আমিনুল ইসলাম সুজন

৮ নভেম্বর, বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৫। পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার আহ্বানকে বিশ্বব্যাপী জোরালো করতে এই দিবসটি গুরুত্বসহ সমগ্র পৃথিবীতে উদযাপিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'হাউজিং রিজেনারেশন: স্ট্রেংদেনিং কমিউনিটি'। বাংলায়, আবাসন পুনর্গঠন: সমাজ সুদৃঢ়করণ।

মানুষ আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়নের প্রভাবে 'মানুষ সামাজিক জীব' এ ধারণা বিলুপ্ত প্রায়। নগর জীবনে তথাকথিত ফ্ল্যাট বন্দি জীবন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

এতে মানুষের মধ্যে হতাশা ও নেশাগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। পরস্পরের প্রতি মানুষের সৌজন্য, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা কমেছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, হিংস্রতা ও স্বার্থপরতা বেড়েছে। অপরিকল্পিত নগরী নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির জন্য দায়ী। যে শহর যত বেশি অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্ন, সেই শহর তত বেশি অপরাধ প্রবণ। এ কারণে ইউরোপের শহরগুলোর চাইতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অপরাধ বেশি বলে মনে করা হয়। তাই বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য খুবই তাৎপর্যময় বলে মনে করা হচ্ছে।

অনেকের কাছে, ম্যারাডোনা- মেসির দেশ হিসাবে পরিচিত দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা। দেশটির বুয়েনস আয়রেস বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি অধ্যাপক কার্লোস পাওলেরার প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩৫ সালে শহর বিষয়ক কংগ্রেসে ৮ নভেম্বরকে বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস হিসাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। তবে নানা কারণে ১৪ বছর পর, ১৯৪৯ সালে এই দিবসটির আনুষ্ঠানিক ও বৈশ্বিক উদযাপন শুরু হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ১৯১৬ সালে আর্জেন্টিনায় নগর পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি প্যারিস শহরের পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেন এবং বুয়েনস আয়রেস-এর বসতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ১৯২৯-৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি বুয়েনস আয়রেস বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবানিজম বিষয়ক চেয়ার-এর দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, এতে হিরোশিমা, নাগাসাকিসহ এশিয়া, ইউরোপের অনেক শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। অনেক শহর মারাত্মকভাবে কিংবা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা জোরালো হয়ে ওঠে। আর এই প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি বুয়েনস আয়রেস বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নগর পরিকল্পনা বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তার লেখা পড়ানো হয়। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কার্লোস পাওলেরা গত শতকের শুরুর দিকেই অনুধাবন করেছিলেন আগামী দিনের পৃথিবী হবে শহরকেন্দ্রিক এবং এ জন্য পরিকল্পিতভাবে শহর গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে।

তবে আধুনিককালে বাসযোগ্য শহরের ধারণাকে যারা প্রতিষ্ঠিত করেন তাদের মধ্যে বিশ্বখ্যাত নগর পরিকল্পনাবিদ, রয়েল ড্যানিশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর নগর পরিকল্পনা বিষয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. ইয়ানগেল অন্যতম। পরিকল্পিত নগরীর ধারণা দক্ষিণ আমেরিকায় শুরু হলেও মূলত তারই নেতৃত্বে অত্যন্ত সফলভাবে ইউরোপে এর বিস্তার ঘটে। যে কারণে বসবাসযোগ্য শহরগুলোর মধ্যে ইউরোপ এগিয়ে থাকে। অধ্যাপক ইয়ান গেল শুধু নিজ শহর কোপেন হেগেন (ডেনমার্কের রাজধানী) এর পরিকল্পনাই করেননি, সত্তর দশক থেকে বর্তমান পর্যন্ত তার কর্মকান্ড অস্ট্রেলিয়ার সিডনি-মেলবোর্ন-এডিলেড ওপার্থ, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড-ওয়েলিংটন-ক্রাইস্ট চার্চও হবার্ট, যুক্তরাজ্যের লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কসহ পৃথিবীর অনেক বড় বড় শহরে দৃশ্যমান।

সিডনি, নিউইয়র্কসহ বেশ কয়েকটি শহরে তার পরিকল্পনায় নির্মিত, পুনঃনির্মিত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। নিউইয়র্ক এর মত ব্যস্ত ও যান্ত্রিক জন জীবনকে প্রাণ দিয়েছেন অধ্যাপক ইয়ান গেল। পথচারীবান্ধব শহর গড়ে তোলার পাশাপাশি তার পরিকল্পনায় ২০০৭ সালে গড়ে ওঠে বহুল জনপ্রিয় টাইমস স্কয়ার। মানুষের জীবন মান উন্নয়নে অধ্যাপক গেল-এর পরিকল্পনায় ২০০৪ সালে লন্ডন শহরকে পথচারীবান্ধব শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সর্ব সাধারণের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে জন সমাগমস্থল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ইয়ান গেলকে এখন পৃথিবীব্যাপী অনুসরণ করা হয়। তার লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পৃথিবীর প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নগর পরিকল্পনা বিভাগের আবশ্যিক পাঠ্য। তার লেখা গ্রন্থ লাইফ বিটুইন বিল্ডিংস ৩০টিরও অধিক ভাষায় অনুবাদ, ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

লেখক: সাংবাদিক ও সদস্য, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), aisujon@yahoo.com। লেখাটি ৮ নভেম্বর ২০১৫, বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস উপলক্ষে অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত। (সংক্ষেপিত)

সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলোচনায় অধ্যাপক ইয়ান গেল বলেছিলেন, একটি শহর তখনই প্রাণবন্ত হবে, যখন শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সী, গর্ভবতী নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সব লিঙ্গের মানুষ সহজে, স্বাচ্ছন্দ্যে স্বল্প দূরত্বের যাতায়াত হেঁটে ও বেশি দূরত্বের যাতায়াত গণপরিবহনে করতে পারবে, শারীরিক ও মানসিক বিনোদনের সুযোগ পাবে। এ বিবেচনায় ঢাকা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠায় ঢাকার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পৃথিবীর মধ্যে বায়ু ও শব্দ দূষণ এবং যানজটের দিক থেকে ঢাকা শীর্ষ স্থানীয়। গর্ভবতী নারী বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলাচলই শুধু নয়, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষেও যাতায়াত দুর্বিষহ ও বিরক্তিকর।

ছোট-ছোট ব্যক্তিগত গাড়ি (প্রাইভেট কার) নিয়ন্ত্রণের কোন ও পরিকল্পনা না থাকায় এসব গাড়ির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফলে সৃষ্ট যানজটে নগরবাসীর জীবন অতীষ্ট। অপরিকিল্পভাবে উড়াল সড়ক (ফ্লাইওভার) নির্মাণ করে বরং ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরকে ইট-বালু-সিমেন্টের জঞ্জালে পরিণত করা হয়েছে। একাধিক উড়াল সড়ক নির্মাণ করে শহরটাকে ধ্বংস করা হয়েছে। উড়াল সড়কের তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করলেও দীর্ঘ মেয়াদে এর কোন উপকারিতা নাই। উড়াল সড়ক ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য সুবিধাজনক হলেও গণপরিবহনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই কম। উড়াল সড়ক নির্মাণ করে পৃথিবীর কোন শহরেই যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস কিংবা নিকটবর্তী থাইল্যান্ডের ব্যাংকক ও ভারতের দিল্লি এর বড় উদাহরণ। বরং উড়াল সড়কের প্রভাবে যাতায়াত ব্যয় ও সংকট বৃদ্ধি পায়, যা সার্বিকভাবে জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়ায়।

ঢাকার বড় সংকট অপরিকল্পিত উন্নয়ন। ঢাকা শহরের উন্নয়নে গত ৩০ বছরে যত ব্যয় হয়েছে, তা অকল্পনীয়। অথচ শহরকে আধুনিক, উন্নত, প্রাণবন্ত ও সবার জন্য বাস উপযোগী করতে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার নেই। বরং রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল পৃথিবীর অন্যতম আধুনিক শহর। যানজট নিরসনে এ শহরে এক সময় একটি উড়াল সড়ক নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু উড়াল সড়ক নির্মাণের পরে দেখা গেল, যানজট কমেনি বরং বেড়েছে। এ ছাড়া যাতায়াত-ব্যয়, দূষণ ও দুর্ভোগ বেড়েছে। ফলে নতুন নির্মিত উড়াল সড়ক তারা ভেঙে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। সেখানে মানুষের জনসমাগম স্থল গড়ে তোলা হয়েছে যা মানুষের জীবন মান উন্নত করতে ভূমিকা রেখেছে।

মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে প্রাণবন্ত, পরিবেশ বান্ধব শহর প্রয়োজন। মানুষকে সুস্থ থাকার পরিবেশ দিতে হবে। এজন্য শহরে খেলার মাঠ, পার্কগুলো এবং ফুটপাতের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত ব্যবস্থা দরকার।

গণপরিবহনের সংখ্যা ও মান বাড়াতে হবে এবং আলাদা লেন দিতে হবে। ব্যক্তিগত গাড়ি আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর কর বৃদ্ধিসহ ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি বাইসাইকেল আমদানি করমুক্ত করতে হবে। শহরের সর্বত্র ফুটপাত প্রশস্তও সমান্তরাল এবং সাইকেল চালানোর জন্য নিরাপদ লেন গড়ে তুলতে হবে। শহরের সব জলাশয়কে দখল ও দূষণমুক্ত করতে হবে। জলাশয়কেন্দ্রিক বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সব জন সমাগম স্থলে প্রতিবন্ধী নারী শিশুসহ সবার জন্য নিরাপদ ও পরিষ্কার গণশৌচাগার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই বাংলাদেশের শহরগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি চার দিনের সফরে নেদারল্যান্ডস ভ্রমণ করেন। এ শহরের রাজধানী হেগ পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয়, পরিবেশ বান্ধব ও প্রাণবন্ত শহর। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রায় ৮০ ভাগ যাতায়াত হয় বাইসাইকেলে। এছাড়া শহরের প্রায় ৪০ ভাগ যাতায়াত বর্তমানে বাইসাইকেলে হয়। মূলত, বাইসাইকেলের জন্য নিরাপদ ও প্রশস্ত লেন থাকায় বাইসাইকেল যাতায়াত ক্রমশ বাড়ছে। এছাড়া প্রশস্ত ফুটপাত ও খুবই উন্নতমানের গণপরিবহন (বাস, ট্রাম ও ট্রেন) রয়েছে। সড়কে হাঁটলে কোনও হর্নেও আওয়াজ পাওয়া যায় না। অপরিকল্পিত শহর ঢাকার আগামী দিনের সব উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে হবে। পাশাপাশি অন্য যেসব বিভাগীয় শহর, বড় শহর ও ছোট শহর রয়েছে, সেগুলোও পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠবে।

শহর হোক মানুষের, গাড়ি বা ইট-বালু-সিমেন্টের নয়। বাংলাদেশের সব শহর পরিবেশ বান্ধব, প্রাণবন্ত ও নিরাপদ হয়ে উঠবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

একনজরে নির্বাচন ঃ মেয়র পদ : ২৩৪ | সা. কাউন্সিলর : ২১৯৩ | স. কাউন্সিলর : ৭৩১

গণমানুষের দুর্ভোগ লাঘবে আগামী বছরের মধ্যে নগরে অত্যাধুনিক ১০০ টি গণশৌচাগার নির্মাণ করবে ডিএনসিসি

রাজধানীর গণমানুষের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে আগামী বছরের মধ্যে নগরে নতুন অত্যাধুনিক ১০০টি গণশৌচাগার নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আনিসুল হক। একই সঙ্গে যাত্রীসেবা নিশ্চিত করতে ঢাকায় নতুন করে আরও দুই হাজার বাস নামানোর ঘোষণা দেন। বনানীর টিঅ্যান্ডটি গোডাউন বস্তিতে এক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে মেয়র এ কথা জানান। মেয়র বলেন, ঢাকায় প্রতিদিন নানা কাজে লোকজনকে বাইরে বের হতে হয়। কিন্তু, পর্যাপ্ত শৌচাগার না থাকায় চলার পথে সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে নারীদের। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে আগামী বছরে ১০০টি নতুন শৌচাগার বানানো হবে। আনিসুল হক বলেন, সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে বাস মালিকদের ঋণের ব্যবস্থা করে দিলে বাস মালিকেরা রাজধানীর দেড় শতাধিক বাস কোম্পানিকে কমিয়ে পাঁচ থেকে সাতটিতে নামিয়ে আনবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। এরপর দুই হাজার নতুন গাড়ি নামানো হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিয়ে কোন উদ্যোগ না নিলে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ১১ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি : বিশ্বব্যাংক

বিশ্ব ব্যাংকের 'জলবায়ু এবং দুর্যোগ সহিষ্ণু বৃহত্তর ঢাকা এলাকা : একটি ব্যাষ্টিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণায় এই আশংকা প্রকাশ করা হয়। কোন উদ্যোগ না নিলে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতার কারণে ২০১৪ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ১১ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হবে । এর সঙ্গে যদি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যুক্ত হয়, তাহলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান দাড়াবে ১৩৯০০ কোটি টাকা। তবে, সরকার যদি এখন জলাবদ্ধতা দূরীকরনে ২৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে তবে ৭০০০ কোটি টাকার ক্ষতি কম হবে। প্রতিবেদনটির বিস্তারিত পড়তে অনলাইন সংস্করন ডাউনলোড করুন : http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/11/25477835/climate-disaster-resilience-greater-dhaka-area-micro-level-analysis

জাতিসংঘ প্রণীত ১৭টি 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য'র ১১তম লক্ষ্য: টেকসই শহর ও জনগণ

SDG 11 : Targets ● By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums ● By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons ● By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries ● Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage ● By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations ● By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management ● By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities ● Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning ● By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels ● Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials

সড়কে ময়লা না রাখার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মান করছে

সড়কে ময়লা না রাখার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন এলাকায় ময়লা রাখার জন্য সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মান করছে। ইতোমধ্যে ১৬ টি স্টেশনের কাজ শুরু হয়েছে। এগুলোর কাজ সম্পন্ন হলে সড়কে ময়লা আবর্জনার কনটেইনার থাকবে না। বাসা-বাড়ি থেকে আনা ময়লা এখানে জড়ো করা হবে । আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এসব স্থান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে কম। এর পর এখান থেকে আর্বজনা নিয়ে ফেলা হবে নির্ধারিত ভাগাড়ে ।

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

- **Goal 1**: End poverty in all its forms everywhere
- **Goal 2:** End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
- **Goal 3:** Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
- **Goal 4:** Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
- **Goal 5:** Achieve gender equality and empower all women and girls
- **Goal 6:** Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
- **Goal 7:** Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
- **Goal 8:** Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
- **Goal 9:** Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
- **Goal 10:** Reduce inequality within and among countries
- **Goal 11:** Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
- **Goal 12:** Ensure sustainable consumption and production patterns
- **Goal 13:** Take urgent action to combat climate change and its impacts*
  * Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.
- **Goal 14:** Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
- **Goal 15:** Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
- **Goal 16:** Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
- **Goal 17:** Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

ভোটার সংখ্যা মোট ভোটার : ৭০,৯৯,১৪৪ জন | পুরুষ : ৩৫,৫২,২৮৪ জন | মহিলা : ৩৫,৪৬,৮৬০ জন

ডিএসসিসি প্রদত্ত জমিতে কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের 'আমরাও মানুষ' পথবাসী সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন

গত ২৪ নভেম্বর, ২০১৫ তে ঢাকার মানিক নগরে মুগদা এলাকায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) প্রদত্ত জমিতে কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের নগর অতি দরিদ্র পথবাসী উন্নয়নে প্রকল্প 'আমরাও মানুষ'- এর একটি নতুন পথবাসী সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএসসিসি মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডিএসসিসি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ বিলাল, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ.কে.এম. মুসা এবং সাজেদা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা জাহেদা ফিজ্জা কবীরসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন, নীতি আর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাহিরে থাকা নগর অতি দরিদ্র পথবাসী সরকারী স্বীকৃতি আর সুবিধার আওতায় আনার জন্য কনসার্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এ স্মারকের ফলশ্রুতি আর অতি দরিদ্রের অবস্থা উত্তরনের সংকল্পের নিদর্শন হিসেবে ডিএসসিসি মানিক নগরের মুগদায় একটি পথবাসী সেবা কেন্দ্র গড়ার লক্ষ্যে ২ বিঘা জমি 'আমরাও মানুষ' প্রকল্পকে প্রদান করে। 'আমরাও মানুষ'-এর পার্টনার সাজেদা ফাউন্ডেশন এ জমিসহ পাঁচ লক্ষ টাকা ডিএসসিসি থেকে পায়, যার উপর ভিত্তি করে তারা পূর্ণাঙ্গ কাঠামোটি তৈরী করে। অনুষ্ঠানে ডিএসসিসি মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন 'আমরাও মানুষ' পথবাসী কেন্দ্র বঞ্চিত নগর পথবাসীদের অবস্থা উত্তরনে একটি কার্যকরী মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি পথবাসীদের জন্য আরও চারটি জমি 'আমরাও মানুষ' কে বরাদ্দের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কনসার্নের সমন্বিত নগর কার্যক্রমের অন্যতম প্রকল্প 'আমরাও মানুষ' এ নতুন কেন্দ্র ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামে আরো ১২টি পথবাসী সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ কেন্দ্রগুলোতে পথবাসী নিরাপদ আবাসস্থল, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা আর শিশুদের ডে কেয়ার ও শিক্ষাসহ বহুবিধ সুবিধা প্রদান করছে। কনসার্ন এর সমন্বিত নগর কার্যক্রম অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির মানব ও অর্থনৈতিক সম্পদ গঠন, নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা আর উচ্ছেদ ও সম্পদ ক্ষয় নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে। ডিএসসিসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমি এবং তার উপর পথবাসী কেন্দ্র নির্মাণ পথবাসী ও ঝুপড়িবাসীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন। বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন : asif.khan@concern.net

নারায়নগঞ্জ শহরকে হাঁটাবান্ধব করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান

গত ১৮ নভেম্বর নারায়নগঞ্জ সিটি করপোরেশন, পরিবহন বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর উদ্যোগে নারায়নগঞ্জ সিটি করপোরেশন এর সভাকক্ষে আয়োজিত **"নারায়নগঞ্জ শহরে নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাতায়াতের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে করণীয়"** শীর্ষক মতবিনিময় সভায় নারায়ণগঞ্জ শহরে নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দে হাঁটার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বক্তারা যে সমস্ত সুপারিশ করেন সেগুলি হচ্ছে:- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনায় হাঁটার জন্য পৃথক কার্যক্রম রাখা; বিদ্যমান আইন নীতিমালায় উল্লেখিত ইতিবাচক ধারাসমূহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা; হাঁটার প্রকল্পের জন্য পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ রাখা; পরিবহন সংক্রান্ত প্রতিটি প্রকল্পে হাঁটার জন্য বরাদ্দ রাখা; হাঁটা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মানদন্ড ও নির্দেশিকা তৈরি করা; নন-মোটরাইজড ট্রান্সপোর্টেশন সেল বা পৃথক ডেস্ক করা; সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; নিয়মানুযায়ী ফুটপাত নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; সমতলে রাস্তা পারাপারে জেব্রা ক্রসিং, সাইন ও সিগন্যালের ব্যবস্থা করা; কিছু রাস্তা গাড়িমুক্ত করা এবং গলি রাস্তায় গাড়ির গতিসীমা নির্ধারণ করে দেওয়া; সুষ্ঠু হকার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা; গাছের ছায়া, বসার ব্যবস্থা, পাবলিক টয়লেট, আবর্জনার পাত্র নিশ্চিত করা; গণপরিসর এবং উন্মুক্ত স্থান তৈরি করা; এবং পথচারীদের সচেতন করা। সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র-১ হাজী ওবায়েদ উল্লাহ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মারুফ হোসেন। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য মহিদুল হক খান, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর পরিচালক গাউস পিয়ারী, বাপা নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এ বি সিদ্দিকী, ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর অসিত বরন বিশ্বাস প্রমূখ।

হাইলাইটস

১৯-২১ অক্টোবর তারিখে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হল এশিয়া প্যাসিফিক আরবান ফোরাম ২০১৬। ফোরামের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। বিস্তারিত দেখুন

- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর পরিচালক ড. খুরশিদ জাবিন হোসেন তৌফিক 'Resilience 1 - Building Disaster Resilience in Cities in the Asia-Pacific Region' শীর্ষক সেশনে ময়মনিসংহ শহরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে তৈরীকৃত পরিকল্পনার বিষয় তুলে ধরেন। ইউএন হ্যাবিট্যাট সেশনটির আয়োজন করে ।

- বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ম্যানেজমেন্ট কমিটির অন্যতম সদস্য এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর আরবান প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট জনাব আশেকুর রহমান 'Institutionalizing Inclusive Local Economic Development' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অন্যতম আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সিটিজ অ্যালায়েন্স সেশনটির আয়োজন করে ।

- কম্যুনিটি আর্কিটেকট এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্থাপত্য বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জনাব খোন্দকার হাসিবুল কবির 'City-wide Upgrading and Participatory Planning Techniques' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অন্যতম আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এশিয়ান কোয়ালিশন ফর হাউজিং রাইটস সেশনটির আয়োজন করে ।

- ওয়েস্ট কনসার্ন এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবু হাসনাত মো. মাকসুদ সিনহা এবং জনাব ইফতেখার এনায়েত উল্লাহ 'Valuing Waste, Transforming Cities: Promoting Waste-to-Resource Initiatives in the Asia-Pacific Region' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ইউএনএসকাপ সেশনটির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে একই শিরোনামে ইউএনএসকাপ এবং ওয়েস্ট কনসার্ন যুগ্মভাবে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটির অনলাইন সংস্করণ ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন : http://www.unescap.org/resources/valuing-waste-transforming-cities

২০১৫ পরবর্তী জাতিসংঘের উন্নয়ন পরিকল্পনা
‘টেকসই উন্নয়নে নগর অধিবাসীদের স্বাস্থ্যঃ সুযোগ ও চ্যালেঞ্জসমূহ’ শীর্ষক আলোচনা সভা

২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সম্মেলনকে সামনে রেখে দি নিউইয়র্ক একাডেমি অব মেডিসিন, দি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর আরবান হেল্‌থ, বাংলাদেশ আরবান হেল্‌থ নেটওয়ার্ক এবং এমিনেন্স এসোসিয়েট্‌স ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ২৪ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক একাডেমি অব মেডিসিন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রে টেকসই উন্নয়নে নগরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যঃ সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে জ্ঞান, নীতি ও চর্চা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতার দিকগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য নগরের স্বাস্থ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যক্তিবর্গ এই বৈঠকে অংশ নেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন দি নিউইয়র্ক একাডেমি অব মেডিসিন এর সভাপতি অধ্যাপক জো আইভে বাফোর্ড, আইএসইউএইস এর সভাপতি ড. মোঃ শামীম হায়দার তালুকদার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পুণম সিং, ইউএনএইডস্‌ এর নিউইয়র্ক লিয়াজো অফিস এর পরিচালক সাইমন ব্লান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট এর ব্যুরো অব ওশান এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট এন্ড সায়েন্টেফিক অ্যাফেয়ার্স এর ইন্টারন্যাশনাল হেলথ্‌ এন্ড বায়োডিফেন্স এর পররাষ্ট্র কর্মকর্তা জোসুয়া গ্লাসার, পেন ইনস্টিটিউট এর আরবান রিসার্চ এন্ড এডুকেশন এর সভাপতি ইউজিন বার্চ, ওয়ার্ল্ড আরবান ক্যাম্পেইন এর সভাপতি লরেন সিনাস ডর্ফ, ইউএনডিইএসএ এর টেকসই উন্নয়ন বিভাগ এর যোগাযোগ ও প্রচার শাখার প্রধান নিখিল চন্দ্র ভরকার, ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন এর সিইও জোহানা র‍্যালস্টন, বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. এএফএম রুহুল হক, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সচিব জনাব আব্দুল মালেক এবং খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে নগর স্বাস্থ্যের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. পুণম সিং। তিনি বলেন দ্রুত নগরায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সংকুচিত হয়ে এসেছে। অনেক দেশের সংবিধানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবার কথা উল্লেখ থাকলেও এসব মানুষের জন্য তা সাধ্যের বাইরে। সুতরাং সুস্থ জীবন ধারা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করা গুরত্বপূর্ণ। তিনি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিকের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন যেখানে সকলের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা গেছে। তিনি এখানে মেয়র ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা পালনের কথা উল্লেখ করে বলেন তারা অংশগ্রহনমূলক সুশাসন শক্তিশালীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় সরকার সচিব আব্দুল মালেক বলেন আমাদের বর্ধনশীল নগরগুলোকে সবার জন্য টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে সুযোগ সৃষ্টি করবে। মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন উল্লেখ করেন যে দ্রুত নগরায়নের ফলে শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা খাতে চাপ বেড়েছে। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, এমিনেন্স এবং জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীদারিত্বে বাংলাদেশের নগর উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হবে যেটি গবেষণা, সমতা সৃষ্টি ও জ্ঞানের প্রসারে কাজ করবে।

অভিনন্দন ! বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) - এর ২০১৬-২০১৭ মেয়াদে কার্যকরী বোর্ডের নির্বাচন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে পরিকল্পনাবিদ ড. এ কে এম আবুল কালাম সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে পরিকল্পনাবিদ ড. আকতার মাহমুদ নির্বাচিত হন। বিআইপি’র ২০১৬-২০১৭ মেয়াদে কার্যকরী বোর্ডের সকল নির্বাচিত সদস্যদের বাংলাদেশ আরবান ফোরামের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন!

প্রকাশনা অনুষ্ঠান

ঢাকা শহরের আবর্জনা ব্যবস্থাপনার উপর ‘স্টেট অব সিটিজ : সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ঢাকা সিটি - টুওয়ার্ডস ডিসেন্ট্রালাইজড গর্ভনেন্স’ শিরোনামে গত ২৯ শে নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিআইজিডি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটির ইলেকট্রনিক কপি পেতে ভিজিট করুন : www.bufbd.org

২০২০ সালের মধ্যে কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ করা হবে: একনেক সভায় অনুমোদন

কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থার জন্য টানেল নির্মানের প্রকল্প অনুমোদন করেছে সরকার। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) সভায় ৮৪৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য এ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পটি ২০২০ সালের জুন মাসে শেষ হবে। এ টানেল বন্দর এলাকা এবং আনোয়ারা উপজেলাকে সংযুক্ত করবে। পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারনের যাত্রা শুরু হয়েছে। সেতু কর্তৃপক্ষ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

চট্টগ্রাম মহানগরে নগর পরিসংখ্যান শীর্ষক জরিপ কার্যক্রমের উদ্বোধন

পিপিআরসি-বিবিএস এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম মহানগর খানা জরিপ ২০১৫-২০১৬ এর কার্যক্রম গত ৯ ডিসেম্বর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এ জরিপ কার্যক্রম ২৫ ডিসেম্বর এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফোরাম ফর প্লানড চিটাগং এর সভাপতি অধ্যাপক সেকান্দার খান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক জনাব এমদাদুল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জরিপ কাজের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করেন পিপিআরসির নির্বাহী পরিচালক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ।

ছবির সংবাদ

বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) এক বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা এবং মানববন্ধন এর আয়োজন করে। র‍্যালিটি শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে শাহবাগে শেষ হয় ।

পলিথিন নিয়ন্ত্রণে আইন কার্যকর করার আহবান

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট, আইনের পাঠশালা, পরিবেশ উন্নয়ন সোসাইটি, পল্লীমা গ্রীণ, ইয়ুথ সান, বিসিএইসআরডি, ইউনাইটেড পীস ফাউন্ডেশন (ইউপিএফ) এর যৌথ উদ্যোগে ১৩ অক্টোবর ২০১৫, সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় পলিথিন নিয়ন্ত্রণে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করার আহবান জানানো হয়।

ফোরাম সংবাদ

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম-এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ক্লাস্টার এর ২য় সভা গত ২৬ শে অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্লাস্টারভূক্ত সদস্য সংগঠনসমূহ অংশগ্রহন করে।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এবং আইসিডিডিআরবি'র যৌথ আয়োজনে গত ১৩ ডিসেম্বর ফোরাম সচিবালয়ে ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ গবেষণা দল এবং ফোরামের ক্লাষ্টার সদস্য সংগঠনসমূহের অংশগ্রহনে "Towards effective coverage of urban Primary Health Care in Bangladesh- an investigation into the contracting out process of non-state providers", শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে সুষ্ঠ নগরায়ণ নিশ্চিত করার জন্য আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন। মতামত পাঠাতে পারেন নীচের মাধ্যমে

www.bufbd.org

E-mail : bufsecretariat@bufbd.org

সম্প্রতি বুয়েটে আয়োজিত হলো দু'দিন ব্যাপী 'আরবান থিংকারস ক্যাম্পেইন'। আলোচকদের আলোচনা এবং উপস্থাপনায় উঠে আসা বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করে 'সিটিস্কোপে'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে 'In Dhaka, Habitat III forum confronts staggering population forecast'

বিস্তারিত পড়ুন নিচের লিংকে :

http://citiscope.org/habitatIII/news/2015/11/dhaka-habitat-iii-forum-confronts-staggering-population-forecast

---

বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ায় নগরায়ণ নিয়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের নগরায়ণ এর বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'লেভারেজিং আরবানাইজেশন ইন সাউথ এশিয়া : ম্যানেজিং স্প্যাশিয়াল ট্রানসফরমেশন ফর প্রোসপারিটি এন্ড লিভেবেলিটি' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে । প্রতিবেদনটির ইলেকট্রনিক কপি পেতে ভিজিট করুন : www.bufbd.org [Selected Readings on Urban Issues]

জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশিঝুঁকিতে শিশুরা :ইউনিসেফ

১৯৭-৯৮ সালে বিশ্ব জুড়ে এল নিনোর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে ঝড়, খরা, বন্যা দেখা দিয়েছিল । এত বিপদে পড়েছিল দরিদ্র পরিবার এবং এসব পরিবারের শিশুরা। পাঁচ বছর পর ক্ষতিতে পড়া ওই শিশুদের পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হলে দেখা গেলো স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় এই শিশুরা ভাষা দক্ষতা ও স্মৃতি শক্তিতে পিছিয়ে, অপুষ্টিতে ভোগায় তাদের উচ্চতা, ওজন কম। ইউনিসেফ কপ ২১ সম্মেলন কে সামনে রেখে আনলেস উই অ্যাক্ট নাউ : দ্যা ইমপ্যাক্ট অব কাইমেট চেঞ্জ অন চিলড্রেন' নামে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ইউনিসেফ জলবায়ু পরিবর্তন রোধের যে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে শিশুদের বিশেষ করে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের শিশুদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়ার অনুরোধ করেছে। প্রতিবেদনটির অনলাইন সংস্করন ডাউন লোড করুন :

http://www.unicef.org/publications/index_86337.html

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ৩য় বাংলাদেশ

'দ্যা হিউম্যান কস্ট অব ওয়েদার রিলেটেড ডিজাস্টার, ১৯৯৫-২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ৩য় স্থানে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগের সংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশ যুক্তরাস্ট্র। বাংলাদেশের ১৩ কোটিরও বেশি মানুষ গত ২০ বছরে দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে। দুর্যোগের কারণে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার বিচারে বিশ্বে ও শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। তবে, দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার পরেও এর ব্যবস্থাপনায় সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ইউএনআইএসডিআর ও সিআরইডি প্রণীত প্রতিবেদনটির অনলাইন সংস্করন ডাউনলোড করুন :

http://reliefweb.int/report/world/human-cost-weather-related-disasters-1995-2015

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ■ সংখ্যা ৩ ■ বর্ষ ৪, অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০১৫ ■ কার্তিক-পৌষ ১৪২২

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
Bangladesh Urban Forum
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নগরায়ন: সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর
Making Cities & Towns Work for All

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়
১০ম তলা, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা অঞ্চল, ৬২ পশ্চিম, আগাঁরগাও, ঢাকা-১২০৭
থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত

www.bufbd.org
facebook.com/ BangladeshUrbanForum
E-mail : bufsecretariat@bufbd.org
নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা/মতামত পাঠান

সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর
Making Cities & Towns Work for All

Empowered lives. Resilient nations.
ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত